সংবাদ

তারিখ ... ১০।৪।৮৩
পৃষ্ঠা ... ৭ কলাম ... ১

064

বেসরকারী স্কুল শিক্ষক

সরকার বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্যে চাকুরী বিধি ও বেতন স্কেল ঘোষণা করছেন—যেখানে সবচেয়ে অবমূল্যায়ন করা হয়েছে বিদ্যালয়ের জুনিয়র শিক্ষকদের। যে সমস্ত শিক্ষক গ্রাজুয়েশন নিতে পারেননি, তাদেরকে জুনিয়র শিক্ষকের শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু ফাজেল পাস শিক্ষকদের বেতন স্কেলে গ্রাজুয়েশন-এর মূল্য দেয়া হয়েছে অথচ আমরা দেখছি পাকিস্তান আমলে ফাজেল পাস করার পর ইণ্টারমেডিয়েট-এ ভর্তি হওয়ার জন্য তাদেরকে আন্দোলন করতে হয়েছে। আবার জুনিয়র হলেও অভিজ্ঞতার মূল্য দেয়া হয়নি। চাকরিবিধিতে বলা হয়েছে গ্রাজুয়েশনের পর অভিজ্ঞতা ধরা হবে। বলাবাহুল্য, দেশের বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয়সমূহে এশ্রেণীর বহু শিক্ষক ১৫/২০ বছর ধরে দক্ষতার সাথে শিক্ষকতা করে আসছেন। আমরা জানি চাকরি বা পদোন্নতির প্রশ্নে শিক্ষাগত যোগ্যতা যেমন একটি মাপকাঠি, অভিজ্ঞতা তেমনি একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এ নিয়মটি জুনিয়র শিক্ষকদের বেলায় কেন প্রযোজ্য হল না তা অজ্ঞাত। বেতন স্কেল ও চাকরিবিধি প্রণয়নের সময় শিক্ষকশ্রেণীর পক্ষ থেকে যে প্রতিনিধি নেয়া হয়েছিল, তারা প্রতিষ্ঠানের প্রধান। কাজেই বেতন স্কেলে ও চাকরিবিধিতে তাদের স্বার্থই রক্ষা করা হয়েছে। চাকরিবিধিতে উচ্চ শিক্ষার জন্য তিন বছরের শিক্ষা ছুটি দেয়া হয়েছে। আমি এর সুযোগ গ্রহণ করে ১৯৮৩ সনের অনুষ্ঠব্য ডিগ্রী পরীক্ষা দিচ্ছি উল্লেখযোগ্য, আমি ১-৬-৭২ ইং থেকে নিয়মিত ভাবে শিক্ষকতা করে আসছি। প্রশ্ন হল, আমার মত প্রার্থীদের বেলায় অভিজ্ঞতা গণনা করা হবে। কখন থেকে? গ্রাজুয়েশন এর পর অভিজ্ঞতা ধরা হলে আমার অতীত শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা কি ভিত্তিহীন? বিষয়টি সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করে কার্যকরী করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সমীপে আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

—মোঃ লুৎফর রহমান,
সদস্য. ডিমলা থানা
শিক্ষক সমিতি,
নাউতারা, রংপুর।